بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১০ আগস্ট ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে ১,২৫,০০০-এর অধিক মানুষের যোগদান

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর অনুপ্রেরণাদায়ক ভাষণের মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্যের ৫৫তম জলসা সালানা সমাপ্ত

"যদি সরকারসমূহ ও নেতৃবর্গ তাদের দায়িত্ব অনুধাবন না করেন, বিশেষ করে যুদ্ধ ও সংঘাতের ক্ষেত্রে, আর যদি তারা অন্যের অধিকার আদায় না করেন, তবে আমি এক অচিন্তনীয় বৈশ্বিক যুদ্ধের সূচনার আশঙ্কা করি, যার ধ্বংসযজ্ঞ সকল কল্পনাকেও হার মানাবে।"

— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৮ আগস্ট ২০২১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান এবং পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ৫৫তম জলসা সালানা (বার্ষিক সম্মেলন)-এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হ্যাম্পশায়ারের অল্টনের হাদীকাতুল মাহ্দীতে অনুষ্ঠিত জলসা সালানায়, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৮,৮০০-এর অধিক মানুষ যোগদান করেন।

গত বছরের বিশ্বজনীন মহামারীর পূর্বে, ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ জলসায়, সারা বিশ্ব থেকে ৩৫,০০০-এর অধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ বছর কেবলমাত্র দুই ডোজ টীকাপ্রাপ্ত ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সী যুক্তরাজ্য নিবাসীগণ এ সমাবেশে যোগদানের লটারিতে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন।

সশরীরে অনুষ্ঠানস্থলে যোগদানকারী হাজার হাজার আহমদী ছাড়াও, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিশ্বজুড়ে আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে, প্রযুক্তির সহায়তায় সরাসরি জলসায় যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও পুরো অনুষ্ঠানমালা এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

তাঁর সমাপনী ভাষণে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ইসলামের শিক্ষার আলোকে বন্ধু, অসুস্থ, এতিম, যাদের সাথে চুক্তি রয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হচ্ছে তাদের সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার সম্পর্কে জলসায় যোগদানকারীদের আলোকিত করেন।

হুযূর আকদাস বলেন যে, তাঁর এই ভাষণ ২০১৯ সালের জলসা সালানার সমাপনী ভাষণের পরবর্তী অংশ, যেখানে তিনি সমাজের অন্যান্য শ্রেণী, যেমন, পিতামাতা, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী, বিধবা, বৃদ্ধ, অমুসলিম, প্রতিবেশী ও অন্যান্যদের অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।

কৃতজ্ঞতা এবং একে অপরের অধিকার পূরণের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রকৃত কথা এই যে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার ততক্ষণ প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ না এবং যদি না এটি অনুধাবন করা হয় যে, আমরা সকলেই এক পরম স্রষ্টার সৃষ্টি এবং আমাদেরকে তাঁর অধিকারও পূরণ করতে হবে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"সর্বশক্তিমান, সমগ্র বিশ্বজগতের জীবনোপকরণ দানকারী এবং স্থিতিশীলতা দানকারী আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা অত্যাবশ্যক। উপরন্তু, মহানবী (সা.) বলেছেন যে, যদি কেউ আপনার কোনো কল্যাণ সাধন করে থাকেন, এবং আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করেন, তাহলে আপনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিও অকৃতজ্ঞ। সুতরাং, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে 'তোমাদেরকে একে অপরের অধিকার আদায় করতে হবে এবং কেবল তখনই তোমরা আমার অধিকার আদায়কারী হবে'। অতএব, এই হলো ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা, আর এই হলো ইসলামের খোদা, যিনি আমাদেরকে একে অপরের অধিকার আদায়ের বিষয়ে সতর্ক করে থাকেন।"

হুযূর আকদাস 'বন্ধুত্ব'-এর প্রকৃত তাৎপর্যের ওপর আলোকপাত করেন এবং আমরা যাদেরকে বন্ধু বলে থাকি, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য (তাদের সাথে আচরণের) যে উঁচু মান ইসলাম দাবি করে, তা বর্ণনা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রকৃত বন্ধু কেবল তারাই হতে পারেন, যাদের হৃদয়গুলো পবিত্র এবং যারা আন্তরিক। যদি কারো হৃদয় পবিত্র না হয়, তাহলে তার সাথে কী ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে? একবার আপনি যদি ঐ সমস্ত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করে নেন যাদের হৃদয় পবিত্র, তাদের প্রাপ্য অধিকারও আপনাকে আদায় করতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"বন্ধুত্বের অধিকার আদায় কেবল খোদা তা'লার খাতিরে হওয়া উচিত, আর কেবল এভাবেই প্রকৃত বন্ধুত্ব বজায় রাখা সম্ভব। এমন বন্ধুত্ব, যেগুলো আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত, সেগুলো ক্ষণস্থায়ী বন্ধুত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

হুযূর আকদাস মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যেখানে তিনি বলেছেন:

"যে মুসলমান তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে, একজন ফিরিশতা বলে, 'তোমার জন্যও এমনটিই হোক'।"

কারো অবস্থা যা-ই হোক না কেন, বন্ধুর অধিকার আদায়ের অসাধারণ গুরুত্বের বিষয়টিতে হুযূর আকদাস পুনরায় জোর দেন।

মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে উদ্ধৃত করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আমাদের নীতি এই যে, যদি আমাদের কোন বন্ধু মদ্যপান করে মাতাল হয়ে বাজারের মধ্যে পড়ে থাকে এবং তার চারিদিকে মানুষের ভিড় থাকে, তবুও আমরা তার সাহায্যার্থে এগিয়ে যাবো এবং কারো কোনো সমালোচনা বা তীর্যক উক্তির কোন পরোয়া না করে তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে আনবো ... ' এই হল সেই মান প্রকৃত বন্ধুত্ব যার দাবি করে। একবার যখন আপনি কাউকে আপনার বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন, তখন আপনাকে অবশ্যই তার অধিকার আদায় করতে হবে, এবং সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে।"

তাঁর ভাষণে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) অসুস্থদের সাথে সাক্ষাত এবং তাদের দেখাশোনা করার, এবং সমাজে এতিমদের অধিকার আদায় করার ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সে বিষয়েও আলোচনা করেন।

হুযূর আকদাস পবিত্র কুরআনের সূরা আয্-যোহার ১০ নম্বর আয়াত, **"অতএব এতিমের সাথে কঠোরতা করো না"** উদ্ধৃত করেন এবং আলোচনা করেন যে, অসহায়দের রক্ষা এবং দেখাশোনা করা প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়ার একটি মৌলিক দাবি।

আয়াতটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির দৃষ্টি এতিমদের অধিকার আদায়ের দিকে আকর্ষণ করেছেন, যারা সমাজের এক দুর্বল ও অসহায় অংশ — বস্তুত, তারা সবচেয়ে দুর্বল এবং অসহায়দের অন্যতম। একজন প্রকৃত মুসলমানের অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা উচিত, যতদিন না তারা পরিপক্কতার বয়সে উপনীত হয় আর সেই সাথে তাদের অধিকারসমূহও রক্ষা করা উচিত।"

হুযূর আকদাস তাদের অধিকার রক্ষার গুরুত্বের বিষয়ক জোর দেন যাদের সাথে কোন চুক্তি বা সমঝোতা হয়েছে। আর তিনি বলেন যে, একজন সত্যিকারের খোদাভীরু মুসলমান তিনি, যিনি তার অঙ্গীকার এবং প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে পূরণ করেন।

হুযূর আকদাস এরপর যুদ্ধের সময় পালনীয় শর্তাবলী এবং এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি তুলে ধরেন।

তাঁদের মহান দৃষ্টান্তের সাথে অনেক আধুনিক যুগের নেতা ও সরকারের কপটতার তুলনা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজকের বিশ্বের বড় বড় সরকারগুলো — যারা নিজেদেরকে ন্যায় ও সুবিচারের পতাকাবাহী হিসেবে ঘোষণা করে থাকে এবং যাদের অস্তিত্বকে বিশ্ব-শান্তির নিশ্চয়তা প্রদানকারী হিসেবে গণ্য করা হয় — তাদের অবস্থা এই যে, তারা সার্বক্ষণিকভাবে (খোলাখুলি অথবা পরোক্ষভাবে) এমন যেকোন দেশ, যা নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র নিয়ে তাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। বস্তুত, গত বিশ্বযুদ্ধে, হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে জনগণের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলা হয়েছিল, যাতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ জাপানি নারী-পুরুষ ও শিশু নিহত হন। উপরন্তু, এমনকি আজকের যুগেও প্রায়শই বিভিন্ন যুদ্ধ ও অন্যায় আক্রমণ সংঘটিত হয়ে থাকে — উদাহরণস্বরূপ ইরাক-যুদ্ধ, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার ওপর নৃশংসতা, বর্তমান ইয়েমেনে ঘটমান নিষ্ঠুরতার কথা বলা যেতে পারে। অথচ এসব ঘৃণ্য পাশবিকতাকে বিশ্ব-শান্তির খাতিরে এক মহান অর্জন হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"অথচ, মহানবী (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে, কখনো, কোন একটিও অবিচার বা নিষ্ঠুরতার ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তথাপি, আজ ঐ সকল লোক, যারা লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের অন্যায় হত্যাকাণ্ডে নিজেদের হাত রক্তাক্ত করেছে, তাদেরকে 'ন্যায় ও সুবিচারের ধারক-বাহক' হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে, আর, ঐসকল নিরীহ এবং ভদ্র মুসলমান, যারা কখনো কোন দিন কোন কীটপতঙ্গেরও ক্ষতি করে নি, তাদেরকে 'আক্রমণকারী এবং ধ্বংসকারী' বলে অভিহিত করা হচ্ছে।"

ভাষণের শেষ প্রান্তে, হুযূর আকদাস বিশ্ব-নেতাদের পক্ষ থেকে অন্যের অধিকার রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জোর দেন এবং সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন যে, যদি এই পরামর্শ গ্রহণ না করা হয়, তাহলে বিশ্ব অতি শীঘ্র পুনরায় এক ভয়াবহ বৈশ্বিক সংঘাত প্রত্যক্ষ করবে, যার ক্ষতি হবে সীমাহীন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি যে সমস্ত অধিকারের কথা বলেছি সেগুলো পূরণের মাধ্যমে আমরা সমাজে এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি। অন্যথায়, বিশ্ব-শান্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি সরকারসমূহ ও নেতৃবর্গ তাদের দায়িত্ব অনুধাবন না করেন, বিশেষ করে যুদ্ধ ও সংঘাতের ক্ষেত্রে, আর যদি তারা অন্যের অধিকার আদায় না করেন, তবে আমি এক অচিন্তনীয় বৈশ্বিক যুদ্ধের সূচনার আশঙ্কা করি, যার ধ্বংসযজ্ঞ সকল কল্পনাকেও হার মানাবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"তাই, আমাদের সবার দোয়া করা উচিত, যেন আল্লাহ্ তা'লা পার্থিবতায় নিমজ্জিত এ সকল মানুষ এবং সরকারগুলোকে চেতনা প্রদান করেন, যেন তারা তাদের ভ্রান্তি অনুধাবন করতে পারেন এবং তাদের নিজেদের অহমিকাকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে তারা যেন মানবতাকে রক্ষা করা এবং নিরাপদ রাখার বিষয়ে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।"

এ বিষয়ে আহমদী মুসলমানদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজ প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব এই দোয়া করা যে, বিশ্ব যেন নৈরাজ্য এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা পায় এবং এক-অদ্বিতীয় খোদার ওপর ঈমান আনতে পারে, আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষার বাস্তবায়ন করতে পারে। কেননা, এতেই প্রকৃত মুক্তি এবং এটিই মানবতার মুক্তির নিশ্চয়তা বিধানকারী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম-সমূহের মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদানকারী।"

পুরো জলসা সালানায়, হুযূর আকদাস জুমুআর খুতবা, মহিলাদের অংশে একটি ভাষণ এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক অগ্রগতির একটি রিপোর্টসহ মোট পাঁচটি ভাষণ প্রদান করেন।

৬ আগস্ট প্রদত্ত জুমুআর খুতবায়, হুযূর আকদাস জলসায় যোগদানের অসাধারণ কল্যাণ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন যে, যদিও অনেকেই কোভিড-জনিত বিধি-নিষেধের কারণে সশরীরে যোগদান করতে পারবেন না, তবে, যারা প্রযুক্তির সহায়তায় যোগদান করছেন তারাও একইভাবে এর আশিস থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"চলমান বিশ্বজনীন মহামারীর কারণে, এখানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেকটা সীমিত করা হয়েছে, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের বাড়ি থেকে এমটিএর মাধ্যমে সংযুক্ত হচ্ছেন, আর অনেকে মসজিদে বা হলঘরে বসে সমবেতভাবে জলসা দেখবেন। যেভাবেই হোক না কেন, যে কেউ প্রযুক্তির সহায়তায় জলসায় যোগদান করছেন, তার উচিত হবে মনোযোগের সাথে জলসার কার্যক্রম শ্রবণ করা, দোয়ার মধ্যে তাদের সময় অতিবাহিত করা, এবং এ রকম মন-মানসিকতা নিয়ে জলসায় যোগদান করা, যেন তারা প্রকৃতপক্ষে জলসার তাবুর মধ্যেই অবস্থান করছেন।"

যারা জলসা সালানায় যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছেন, তাদেরকে যোগদানের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে, হুযূর আকদাস আহমদীদেরকে এবছর জলসার দিনগুলোতে বৃষ্টি ও কর্দমাক্ত পরিবেশের মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং ধৈর্যের প্রেরণা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দেন।

নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমার স্মরণ আছে, একবার যখন আমি জলসায় যোগদান করছিলাম, মূল মার্কীর (বড় তাঁবু) মধ্যে বৃষ্টির পানি এসে গিয়েছিলো এবং একটি অংশ ভেজা ছিল। মার্কীর সব প্রান্তগুলোতেই অনেক পানি জমে ছিল, আর তাই যাদেরই সেখানে নামায পড়তে হয়েছিল, তাদের কপাল এবং হাঁটু বৃষ্টির পানিতে ভিজে যেত এবং কাদা মেখে যেত। আমারও এমনই হয়েছিল। সিজদা থেকে মাথা তোলার পর, প্রথমে আমাদের কপাল মুছে নিতে হতো, যেন কাদাপানি আমাদের চোখে প্রবেশ না করে — তবুও আমি এটাই দেখেছি যে, জলসায় যোগদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি এক বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই প্রেরণা আজও আমাদের মাঝে বিদ্যমান।"

দিনের পরবর্তী অংশে, হুযূর আকদাস জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে দ্বিতীয় একটি ভাষণ প্রদান করেন, যেখানে তিনি আহমদীদেরকে সদা-সর্বদা তাদের আচরণ এবং চরিত্রের বিষয়ে সচেতন থাকার এবং জলসার আশিস-মণ্ডিত পরিমণ্ডল থেকে কল্যাণ লাভ করে উন্নত নৈতিকতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন এবং গড়ে তোলার বিষয়ে স্মরণ করান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এই দিনগুলোতে প্রত্যেকের নিজের পর্যালোচনা ও সমালোচনা করা উচিত ... মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, প্রত্যেক আহমদীকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টান্ত হতে হবে। এমন সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ থাকা উচিত, যা অনুকরণীয় হবে। আর, এটি জলসার মূল উদ্দেশ্যগুলোর অন্যতম।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এই রূহানী পরিমণ্ডল এমন হোক, যা আমাদের মাঝে ধার্মিকতা, তাকওয়া, সংযম, দয়া, পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিনয়, নম্রতা ও সততার উচ্চতম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে।"

শনিবার, ৭ আগস্ট হুযূর আকদাস জলসা সালানার মহিলাদের অংশে একটি ভাষণ প্রদান করেন। সেখানে তিনি ইসলাম নারী জাতিকে যে মহান মর্যাদা ও উঁচু অবস্থান প্রদান করেছে, তা আলোচনা করেন। তাঁর পুরো ভাষণে, হুযূর আকদাস ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নারী অধিকারের পক্ষে কথা বলেন, যার মধ্যে রয়েছে সকল নারীর জন্য শিক্ষার অধিকার।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি কোন নারী তার পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যত নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভাল শিক্ষা অর্জন করেন, তাহলে এটি তাকে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেয়, যেভাবে হাদীসেও বর্ণনা রয়েছে, 'মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশ্‌ত'। সুতরাং, সন্তানদের উত্তম লালন-পালন এবং ভালো শিক্ষা অর্জন কেবলমাত্র মায়ের না, বরং সন্তানদেরও বেহেশত লাভের কারণ হয়। কত মহান এই সম্মান ও মর্যাদা, যা কেবল নারীদের জন্য সংরক্ষিত, আর পুরুষদেরকে দেওয়া হয় নি!"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"একজন ধার্মিক ও বিশ্বাসী নারী এমন যে, তিনি পুরুষদের চেয়ে বহুধাপ এগিয়ে যেতে পারেন। একটি জাতি, যার মহিলারা ধার্মিকতার ক্ষেত্রে অগ্রসর, যারা উত্তমভাবে লালিত-পালিত এবং শিক্ষিত এবং যারা এমন যে, তাদের সন্তানদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে লালন-পালন করে থাকেন, এমন একটি জাতি, যার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম-সমূহ এমন বালক-বালিকা দ্বারা গঠিত হবে, যারা ক্রমাগত অগ্রসর হবে এবং একে অপরের সাথে তাদের ধার্মিকতা ও তাকওয়ার স্তরের বিষয়ে প্রতিযোগিতা করবে।"

হুযূর আকদাস বর্ণনা করেন যে, ইসলামের শিক্ষা নারীদের উচ্চ মর্যাদা যেভাবে প্রতিষ্ঠা করা নিশ্চিত করেছে, তা যেকোন তথাকথিত 'আধুনিক' মানব-রচিত আইন-কানুন ছাড়িয়ে বহু দূর এগিয়ে। আর তাই আহমদীদের শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রূপে একে বাকি বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করতে কোন প্রকারের দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিপতিত হওয়া উচিত নয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নারীদের উদ্দেশে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রত্যেক আহমদী মহিলা ও তরুণীর উচিত তার মর্যাদা উপলব্ধি ও অনুধাবন করা, এবং অন্ধভাবে দুনিয়াদার মানুষের 'স্বাধীনতা' ও 'অধিকার-এর' অন্তঃসারশূন্য দাবির পিছনে না ছুটে, এবং আল্লাহ তা'লার শিক্ষা যেভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন তার অনুসরণের মাধ্যমে নিজ জীবনকে সুন্দর করে তোলা।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আজ এটি প্রত্যেক মহিলা ও তরুণীর দায়িত্ব, তারা যেন বিশ্বকে নারীদের প্রকৃত মান-মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে অবহিত করে। এক এক করে প্রত্যেকের কোন ধরনের হীনমন্যতা ছাড়াই এ উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এমন কাজ করার তৌফিক দান করুন।"

শনিবার বিকেলে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করেন।

হুযূর আকদাসের রিপোর্ট থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিম্নরূপ:

- বিগত বছরে ৪০৩টি নতুন স্থানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- বিশ্বজনীন মহামারীর কারণে তবলীগের (প্রচার) কাজ সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, আল্লাহ্‌র ফযলে সারা বিশ্বে ১,২৫,২২১ জন নতুন বয়'আত করে জামা'তে প্রবেশ করেছেন। এই সংখ্যাটি বিগত বছরের চেয়ে ১৩,০০০ বেশি।
- সব মিলিয়ে এবছর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ২১১টি মসজিদ নির্মাণ অথবা লাভ করেছে, আর এতে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল ঘানা (৩১টি)।

- যুক্তরাজ্যের ফার্নহামে অবস্থিত রাকীম প্রেস ৩,১৫,০০০ এর অধিক বই ও লিফলেট মুদ্রণ করেছে।
- এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল বর্তমানে বিরামহীনভাবে ৮টি চ্যানেলে সম্প্রচার করছে।
- সারা বিশ্বে ২৭টি আহমদীয়া মুসলিম রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক রয়েছে মালিতে (১৭টি), আর তুর্কি ভাষায় একটি নতুন ইন্টারনেট রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাষার ডেস্কগুলো পবিত্র কুরআন এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইসমূহ ক্রমাগতভাবে অনুবাদ করে চলেছে।
- নুসরাত জাহান স্কীমের মাধ্যমে ১২টি দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৩৭টি হাসপাতাল এবং ক্লিনিক চালু আছে। এগুলোতে ৪৯জন কেন্দ্রীয় (মরকয থেকে প্রেরিত) এবং ১৪ জন স্থানীয় ডাক্তার সেবারত আছেন। ৫৯৩টি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে স্থানীয় শিক্ষকদের পাশাপাশি ২১ জন কেন্দ্রীয় শিক্ষক সেবারত আছেন।
- বুরকিনা ফাসোতে মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্য একটি চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ করেছে। 'মসরূর ইন্টারন্যাশনাল আই ক্লিনিক' নামের এই হাসপাতালটি শীঘ্রই রোগীদের চিকিৎসা-সেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

রিপোর্ট পেশ করার পর, হুযূর আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি পেশ করেন, যেখানে তিনি বলেন:

"দিন দিন, তোমাদের [আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের] সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তোমরা কি দেখ না যে, তোমাদের সংখ্যা কমছে, আর তা সত্ত্বেও আমাদের সংখ্যা সদাসর্বদা বেড়েই চলেছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা [আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের] বিরুদ্ধবাদীদের জ্ঞান-বুদ্ধি দান করুন এবং বিশ্বের মানুষকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পয়গাম এবং ইসলামের প্রকৃত বাণী শনাক্ত করার এবং অনুধাবনের তৌফিক দান করুন।"

হুযূর আকদাস পরিচালিত দোয়ার মাধ্যমে জলসা সালানা যুক্তরাজ্য ২০২১ সমাপ্ত হয়।